দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 31 OCT 2002 পৃষ্ঠা ... ৭

নবকুমার ইনস্টিটিউশন এখন আর বিখ্যাত কোন স্কুল নয়, অতীতের গৌরবগাথা আজ শুধুই স্মৃতি

আশীষ-উর-রহমান শুভ

নবকুমার ইনস্টিটিউশন এখন আর পড়ালেখার জন্য তেমন কোন বিখ্যাত স্কুল নয়। পুরনো ঢাকার এটি একটি মধ্যমমানের স্কুল। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য এ স্কুলের প্রসঙ্গ এখন আর আলোচনায় আসে না।

বকশীবাজারের উমেষ দত্ত রোডের নবকুমার ইনস্টিটিউশনকে দেশের মানুষ স্মরণে রেখেছে তার ছাত্র কিশোর মতিউর রহমানের জন্য। গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসাবে খ্যাত ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান শহীদ হয়েছিলেন ইপিআরের গুলিতে। সেদিন আইউববিরোধী মিছিলে মতিউরের সঙ্গে রুস্তম, মকবুল, আলমগীরসহ শহীদ হয়েছিলেন পাঁচজন। দেশ জুড়ে তীব্র হয়েছিল গণআন্দোলন। তার ফলেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য আসামীরা কারাগার থেকে বিনা শর্তে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন। গদি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন আইউব খান। কিশোর মতিউরের আত্মদানের স্মৃতি নবকুমার ইনস্টিটিউশনকে সম্পূর্ণ আলাদা এক গৌরব-মর্যাদায় মহিমান্বিত করে রেখেছে ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। স্কুলের পাশাপাশি দুই বহুতল ভবনের মাঝের সংযোগকারী ভবনটির সামনের দেয়ালে রঙিন সিরামিক টুকরো দিয়ে ম্যুরাল করে রাখা হয়েছে দেশের জন্য আত্মদানকারী এই বীর কিশোরের আবক্ষ প্রতিকৃতি। প্রতিবছর ২৪ জানুয়ারি শহীদ মতিউর স্মরণে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, মতিউর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ বিস্তারিত কর্মসূচী পালিত হয় নিয়মিতভাবে।

নবকুমার ইনস্টিটিউশনে এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭শ'র মতো। ছেলে ও মেয়েদের ক্লাস হয় আলাদাভাবে। সকাল সাতটা থেকে বেলা ১২টার মধ্যে স্কুলের পর্ব শেষ হয়ে যায়। এর পরে কলেজ শাখার পাঠদান শুরু হয়। আসলে কলেজ শাখা নয়, আলাদা নামেরই একটি কলেজ ড. শহীদুল্লাহ কলেজ। স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ একজনই। তিনি চৌধুরী সাহিদ হোসেন। নবকুমার ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। এখন যেখানে বদরুন্নেছা কলেজ সেখানেই ছিল নবকুমার ইনস্টিটিউশন। কোন হিন্দু বিদ্যোৎসাহী জমিদার বা এমন কেউ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন। স্কুলে এখন আর এ ধরনের কোন নথিপত্র নেই। ফলে যিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর পরিচয় স্পষ্ট নয়। অধ্যক্ষ সাহিদ হোসেন জানালেন, তিনি যতদূর জানেন 'নবকুমার' স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা নন। নবকুমারের পুত্র অথবা নাতি এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রথম

নবকুমার ইনস্টিটিউশন ভবনে শহীদ মতিউর রহমানের প্রতিকৃতি (বাঁয়ে), স্কুল ভবন (মাঝে), অধ্যক্ষ চৌধুরী সাহিদ হোসেন (ডানে)
—জনকণ্ঠ

কালে এখানে ইডেন কলেজের শাখা খোলা হয়েছিল। পরে ইডেন কলেজ স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং বেগম বদরুন্নেছা সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবকুমার ইনস্টিটিউশন সে সময় উমেষ দত্ত রোডে চলে আসে। তিনি জানালেন এই জায়গার মালিকানা নিয়ে তারা এখনও মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নবকুমার ইনস্টিটিউশন সম্ভবত ১৯৪৮ সালের দিকে উমেষ দত্ত রোডে চলে আসে। ষাট দশকের শুরুর দিকে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁসহ নেতৃস্থানীয় শিক্ষাবিদরা একটি বাংলা মাধ্যমের কলেজ চালু করার উদ্যোগ নেন এবং নবকুমার ইনস্টিটিউশনের ভবনেই বাংলা কলেজটি চালু হয়। স্বাধীনতার পরে এই কলেজটি জাতীয়করণকৃত স্বতন্ত্র কলেজ হয়ে চলে যায় মিরপুরে। এর এখনকার নাম মিরপুর বাঙলা কলেজ। এর বছরখানেক বাদে নবকুমার ইনস্টিটিউশন কলেজ শাখা নামে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৭২ সালের শেষদিকে এ কলেজের নাম পৃথকভাবে রাখা হয় ড. শহীদুল্লাহ কলেজ। তবে একই পরিচালনা কমিটি এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যাচ্ছে।

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

নবকুমার ইনস্টিটিউশন

(৮-এর পাতার পর)

নবকুমার ইনস্টিটিউশনের পাসের হার তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। গড়ে পাসের হার শতকরা প্রায় ৫০। বহুদিন এ স্কুলের ছাত্রছাত্রী এসএসসিতে কোন বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ৭০। ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে বিধি অনুযায়ী শিক্ষকের ঘাটতি নেই। পরীক্ষার ফল ভাল হয় না- অধ্যক্ষের মতে ভাল ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় না। তিনি অবশ্য মানলেন যে, শিক্ষকদের মধ্যেও যত্নসহকারে ক্লাসে পাঠদানের ব্যাপারে 'অনীহার ভাব এসেছে'। কিন্তু শিক্ষকদেরও তো সামাজিক জীবন আছে। শুধু স্কুলের বেতন দিয়ে তো তাঁদের সংসার চলবে না। প্রাইভেট পড়ানো, কিংবা কোচিং সেন্টার খোলা-এসব তাঁদের করতেই হয়। তা ছাড়া মানসম্মানের কথাই যদি ধরা হয়, তাহলে সত্যিই কি শিক্ষকদের মর্যাদা দেয়া হয়? মুখে মানুষ গড়ার কারিগর-এসব ভাল ভাল কথা বলা হয় বটে কিন্তু দেখুন পাড়া-মহল্লা বা এলাকায় কোন সভা-সমিতি বা কোন অনুষ্ঠান হোক, দেখবেন সেখানে সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি হয়ে আসছে অমুক ভাই তমুক ভাই। যাদের ভালমন্দের কীর্তি সেখানকার কারও অজানা নয়। কিন্তু শিক্ষকদের সেখানে ডাকা হবে না। তাঁরা হবেন নিছায়ত হাততালি দেয়ার দর্শক। শিক্ষকদের প্রতি অভিযোগ করা সহজ কিন্তু এসব দিকও ভেবে দেখতে হবে যে, শিক্ষকও একজন মানুষ, তার সামাজিক জীবন আছে। চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে।

নবকুমার ইনস্টিটিউশনের অবস্থা অবশ্য এ রকম ছিল না। পাকিস্তান আমলে নবকুমার ইনস্টিটিউশন প্রথম শ্রেণীর স্কুলের তালিকাতেই ছিল। অধ্যক্ষ সাহিদ হোসেন বললেন নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসে। এমন ঘটনা প্রায়ই হয় যে, সারা বছরে বেতন বকেয়া হয়েছে তিন হাজার টাকা, পরীক্ষার সময় অভিভাবক হাজার ১২শ' টাকা নিয়ে এসে বললেন, স্যার আর দিতে পারব না। পরীক্ষা দিতে দেয়া না দেয়া এখন আপনার হাতে। ভাল ছাত্ররা সরকারী স্কুলগুলোতে আর অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী মিডিয়ামের স্কুলে পড়তে যায়। ছেলেমেয়ে অমুক নামকরা স্কুলে পড়ে-বাবা-মায়েরাও এটা বলতে গর্ববোধ করেন। নবকুমারে পড়া আর হলিক্রসে পড়া এক নয়। কাজেই ভাল ছাত্র অভিভাবকরা আমাদের দেন না। মধ্যবিত্ত বা গরিব মানুষের ছেলেমেয়েদেরও পড়ালেখা শিখতে হবে। আমরা আছি তাদের নিয়েই-বললেন তিনি।

অধ্যক্ষ চৌধুরী সাহিদ হোসেন এই প্রতিষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ হয়ে শিক্ষকের জীবন শুরু করেছিলেন ১৯৭৩ সাল থেকে। মহানগর কলেজ শিক্ষক সমিতির তিনি